"আত-তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ" পুস্তিকার অনুবাদ

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

মূল (আরবি):

ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

মূল (আরবি):

ইমাম ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া رحمه الله

[মৃত্যু: ২৮১ হি./৮৯৪ খৃ.]

অনুবাদ:

জিয়াউর রহমান মুন্সী

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

ISBN: 978-984-8041-05-5
প্রথম বাংলা সংস্করণ:
১০ সফর ১৪৪০ হিজরি/ ২০ অক্টোবর ২০১৮।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক:
রকমারি.কম
ওয়াফি লাইফ

মূল্য: ৬৭ টাকা

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
https://www.facebook.com/maktabatulbayan/

Allahor Upor Tawakkul (Depending on Allah) being a Translation of *At-Tawakkul ala Allah* of Imām Ibn Abi ad-Dunya translated into Bangla by Jiaor Rahman Munshi and published by Maktabatul Bayan, Dhaka, Bangladesh. First Edition in 2018.

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

'আর বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।'

(সূরা আল ইমরান ৩:১২২, ১৬০; আল-মাইদাহ্ ৫:১১; আত-তাওবাহ্ ৯:৫১; ইবরাহীম ১৪:১১; আল-মুজাদালাহ্ ৫৮:১০; আত-তাগাবুন ৬৪:১৩)

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর উপর।

মূসা—আলাইহিস সালাম—এর উপর আল্লাহ তাআলা যে তাওরাত নাযিল করেছিলেন, তার সমগ্র শিক্ষাকে আল-কুরআনুল কারীমে একটিমাত্র বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে: "আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভরসার পাত্র বানাবে না।" (সূরা আল-ইসরা/ বানী ইসরাঈল ১৭:২) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করার গুরুত্ব কতটুকু, উপরিউক্ত আয়াতাংশ থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়।

বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিকে খেয়াল রেখে পূর্ববর্তী বিদ্বানদের মধ্যে যাঁরা তাওয়াক্কুল সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন, ইমাম ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া—রহিমাহুল্লাহ—তাঁদের একজন। তিনি গ্রন্থটির নাম রেখেছেন *'আত-তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ'।* আক্ষরিক অনুবাদ ঠিক রেখে বাংলায় এর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে *'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল'।*

বর্তমান অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির দুটি পাঠ সামনে রাখা হয়েছে: বৈরুতের দারুল বাশাইর কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৮ সালের সংস্করণ ও আল-মাকতাবাতুশ শামিলা সংস্করণ।

গ্রন্থটিতে মূলত তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর ব্যাখ্যা এবং সাহাবি, তাবিয়ি ও বিশিষ্ট বিদ্বানদের বক্তব্য

ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। মাত্র ষাটটি হাদীস ও আসারের মাধ্যমে তাওয়াক্কুলের একটি মোটামুটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি রচিত হয়েছে হাদীস-বর্ণনা-রীতি অনুসরণ করে। তাই স্বভাবতই বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি সামনে চলে আসে। সেক্ষেত্রে দারুল বাশাইর কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭৮ সালের সংস্করণে জাসিম ফুহাইদ দাওসারির মুহাদ্দিসসুলভ মূল্যায়ন প্রত্যেকটি হাদীস ও আসারের পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়া-মাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে

বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী
jiarht@gmail.com
২৮ মুহাররম ১৪৪০ হিজরি

লেখক পরিচিতি

ইমাম ইবনু আবিদ দুন্ইয়া। পুরো নাম আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি উবাইদ ইবনি সুফ্ইয়ান ইবনি কাইস আল-কারশি। বাগদাদে ২০৮ হিজরিতে (খৃ. ৮২৩) জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ছিলেন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস (হাদীসবিশারদ)। বেশ কয়েকজন আব্বাসী শাসককে ছোটবেলায় পড়িয়েছেন তিনি; তাদের মধ্যে মু'তাদিদ ও তার ছেলে মুক্তাফি বিল্লাহ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাকপটু; উপদেশ দেওয়ার সময় শ্রোতাদেরকে খুব সহজে হাসাতে ও কাঁদাতে পারতেন।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই, কাসিম ইবনু সাল্লাম, তাবাকাত-রচয়িতা ইবনু সাদ, বুখারি, আবূ দাঊদ ও আবূ হাতিম রাযি—রহিমাহুমুল্লাহ। ছাত্রদের মধ্যে ইবনু মাজাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু খালাফ ওয়াকি, ইবনু আবী হাতিম, আবূ বাকর শাফিয়ি ও আবূ আলি ইবনু খুযাইমা'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীস ও ইতিহাসশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মাপের এক বিদ্বান। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ইমাম ইসমাঈল কাযি'র কাছে পৌঁছুলে তিনি বলে উঠেন, 'আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন! তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ জ্ঞানের মৃত্যু ঘটল!' ইবনু কাসীর লিখেছেন,

> 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও হাদীসশাস্ত্রের ইমাম; জ্ঞানের সকল শাখায় তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।'

অবশ্য জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে তিনি খুব বেশি সফর করেননি। এ কারণে

মুহাদ্দিসদের কেউ কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে তিনি যে যুগে বাগদাদে বেড়ে উঠেছেন, ওই সময় বাগদাদ ছিল ইসলামি জ্ঞানের কেন্দ্র; বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বয়ং বিদ্বানরাই সেখানে আসতেন। তাই বাগদাদের বাইরে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে খুব বেশি সফরে না যাওয়ায়, ইবনু আবিদ দুন্ইয়া—রহিমাহুল্লাহ—এর জ্ঞানার্জনে বিশেষ কোনও ঘাটতি হয়নি।

তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক; তবে বেশিরভাগের প্রকৃতি হলো ছোট ছোট পুস্তিকার মতো, সংখ্যায় যা শতাধিক। কার্ল ব্রোকেলম্যান ও ফুআদ সিজকীনের গ্রন্থাবলিতে তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলোর খুব বেশি তথ্য না থাকলেও, অধ্যাপক ইয়াসীন সাওয়াস তাঁর পাণ্ডুলিপিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি আট খণ্ডের একটি বিশ্বকোষ হিসেবে তাঁর রচনাবলি বৈরুত থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি ৭৩ বছর বয়সে ২৮১ হিজরিতে (খৃ. ৮৯৪) বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

বহুলব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ

'সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহিস সালাম'/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহাস সালাম' / তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহিমাস সালাম' / উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'আলাইহিমুস সালাম' / তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহু'/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহা' / আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহুমা'/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসাথে এলে,

শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহুম' / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

'রদিয়াল্লাহু আনহুন্না' / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসাথে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল

[১] উমার ইবনুল খাত্তাব—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—কে বলতে শুনেছি,

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"তোমরা যদি সঠিকভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদের সেভাবে জীবনোপকরণ দিতেন, যেভাবে তিনি পাখিদের জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন—তারা সকালবেলা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে ভরা-পেটে!" '[১]

[২] ইবনু আব্বাস—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলতেন,

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমার উপর উপর তাওয়াক্কুল করেছি, তোমার কাছে ফিরে এসেছি, আর তোমার শক্তি বলে লড়াই-সংগ্রাম করেছি। আমি তোমার সম্মানের কাছে আশ্রয় চাই; তুমি ছাড়া কোনও ইলাহ্ (সার্বভৌম সত্তা) নেই; তুমি চিরঞ্জীব, অমর; আর জিন ও মানুষ মরণশীল।" '[২]

---

(১) তিরমিযি, ২৩৪৪। হাসান সহীহ্।

(২) আহমাদ, ১/৩০২; মুসলিম, ৪/২০৮৬; বুখারি, ১৩/৩৬৮

[৩] আওযায়ি—রহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর একটি দুআ ছিল:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ لِمَحَابِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ، وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—যেন তোমার পছন্দনীয় কাজ করতে পারি, সত্যিকার অর্থে তোমার উপর তাওয়াক্কুল করতে পারি এবং তোমার প্রতি সু-ধারণা রাখতে পারি।" '[১]

[৪] আনাস ইবনু মালিক—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—তাঁর দুআর মধ্যে বলতেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ، وَاسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ، وَاسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَهُ

"হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, যারা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করার ফলে তুমি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছ, তোমার কাছে পথের দিশা চাইলে তুমি তাদের পথ দেখিয়েছ, এবং তোমার কাছে সাহায্য চাইলে তুমি তাদের সাহায্য করেছ।" '[২]

[৫] সাঈদ ইবনু জুবাইর—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, "ঈমানের

(সংক্ষেপে)।

(১) আবূ নুআইম, *হিল্‌ইয়া*, ৮/২২৪। মু'দাল।

(২) একজন বর্ণনাকারীর মধ্যে দুর্বলতা আছে।

সারনির্যাস হলো আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল।"[১]

[৬] ইবনু কুসাইম—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি ইবনু শুবরুমা'র কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আমি কি আপনার কাছে একটি কথা উল্লেখ করব না, যা নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর কাছ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে?' ইবনু শুবরুমা—রহিমাহুল্লাহ—বললেন, 'বলো দেখি! তুমি তো প্রায়ই সুন্দর হাদীস নিয়ে আসো!' লোকটি বলল,

أَرْبَعٌ لَا يُعْطِيهِنَّ اللهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ

"চারটি জিনিস আল্লাহ কেবল তাকেই দেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন।"

ইবনু শুবরুমা—রহিমাহুল্লাহ—জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী সেগুলো?' লোকটি বলল,

الصَّمْتُ، وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ، وَالتَّوَاضُعُ، وَالزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا

"নীরবতা, আর এটি হলো প্রথম ইবাদাত; আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল; বিনয়; ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।"[২]

[৭] আলি—রদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'ওহে লোকেরা! আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো, তাঁর উপর আস্থা রাখো, তাহলে অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে তিনিই (তোমাদের জন্য) যথেষ্ট হয়ে যাবেন!'[৩]

---

(১) ইসনাদটি সহীহ্।

(২) মুরসাল। বর্ণনাসূত্রে কিছুটা দুর্বলতা আছে।

(৩) একজন বর্ণনাকারীর বিরুদ্ধে দুর্বলতার অভিযোগ আছে; তবে

[৮] ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর—রহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, 'লুকমান—রহিমাহুল্লাহ—তাঁর ছেলেকে বলেন, "ছেলে আমার! দুনিয়া হলো এক সমুদ্র, এর মধ্যে বহু মানুষ ডুবে গিয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করো—এখানে তোমার জাহাজ যেন হয় আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা; এর মালপত্র যেন হয় আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক আমল; আর এর পাল যেন হয় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল। তাহলে আশা করা যায়, তুমি নিরাপদে সমুদ্র পার হতে পারবে।" '[১]

[৯] ইবনু আব্বাস—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ، فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

"যার মন চায় সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হতে, সে যেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে।" '[২]

[১০] মুআবিয়া ইবনু কুররা—রহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব—রদিয়াল্লাহু আনহু—এর সাথে কয়েকজন ইয়ামানি লোকের দেখা হলে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কারা?" তারা বলে, "আমরা হলাম তাওয়াক্কুলকারী।" উমার—রদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, "তোমরা বরং অলস বসে-থাকা লোক! তাওয়াক্কুলকারী তো সে, যে জমিনে বীজ ফেলে, তারপর আল্লাহর উপর

ইবনু আবী হাতিম তার ব্যাপারে নীরব।

(১) ইবনু হিব্বানের মূল্যায়নে এর বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

(২) ইসনাদটি দুর্বল।

তাওয়াক্কুল করে!"[১]

[১১] আনাস ইবনু মালিক—রদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর কাছে এসে (তার বাহন দেখিয়ে) জিজ্ঞাসা করে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এটি বাঁধার পর তাওয়াক্কুল করব, নাকি এটি ছেড়ে রেখে তাওয়াক্কুল করব?" নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন,

اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ

"এটি বেঁধে নাও; তারপর তাওয়াক্কুল করো!" '[২]

[১২] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'সালমান—রদিয়াল্লাহু আনহু—এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম—রদিয়াল্লাহু আনহু—এর দেখা হলে, তারা একে অপরকে বলেন,

"তুমি যদি আমার আগে মারা যাও, তাহলে আমার সাথে দেখা করে জানাবে—তোমার মালিকের কাছ থেকে তুমি কী কী পেয়েছ। আর আমি যদি তোমার আগে মারা যাই, তাহলে তোমার সাথে দেখা করে (তা) জানাব।"

এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, জীবিত মানুষের সাথে কি মৃত মানুষের দেখা হয়?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ! তাদের আত্মাসমূহ জান্নাতের যেখানে মন চায়, সেখানেই বিচরণ করে।" তিনি বলেন,

---

(১) বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

(২) তিরমিযি, ২৫১৭। কারও মতে 'গরীব', আবার কারও মতে 'মাকবূল।'

"অমুক ব্যক্তি মারা গেল। তারপর স্বপ্নে সে তার সাথে দেখা করে বলল, 'তাওয়াক্কুল করো, আর সুসংবাদ লও! কারণ, তাওয়াক্কুলের মত কোনও কিছু আমি কখনও দেখিনি! তাওয়াক্কুল করো, আর সুসংবাদ লও! কারণ, তাওয়াক্কুলের মত কোনও কিছু আমি কখনও দেখিনি!' " '[১]

[১৩] খুলাইদ আসারি—রহিমাহুল্লাহ—এর স্ত্রী তার স্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি—

مَا مِنْ عَبْدٍ أَلْجَأَتْهُ حَاجَةٌ، فَأَخَذَ بِأَمَانَتِهِ تَوَكُّلًا عَلَى رَبِّهِ، ثُمَّ أَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يَقْضِهِ، إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: عَبْدِي هَذَا أَلْجَأَتْهُ حَاجَةٌ، فَأَخَذَ بِأَمَانَتِهِ تَوَكُّلًا عَلَيَّ، وَثِقَةً بِي، فَأَنْفَقَهُ عَلَى أَهْلِهِ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ دَيْنَهُ، وَأَرْضَيْتُ هَذَا مِنْ حَقِّهِ

'কোনও বান্দা যদি তীব্র দারিদ্র্যের মুখোমুখি হওয়ার দরুন, তার নিকট রক্ষিত আমানত নিয়ে তার পরিবারের ভরণ-পোষণে অপচয় না করে খরচ করে, (আর ওই আমানত পরিশোধের ব্যাপারে) নিজের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে, কিন্তু তা পরিশোধ করার আগেই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলেন, "আমার এ বান্দা তীব্র দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়ে তার আমানতে হাত দিয়েছে, আমার উপর তাওয়াক্কুল করেছে, আমার উপর আস্থা স্থাপন করেছে এবং অপচয় না করে নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণে খরচ করেছে; আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি—আমি তার দায় শোধ করে দিয়েছি,

---

(১) ইসনাদটি সহীহ্।

আর তাকে (অর্থাৎ আমানতকারীকে) তার অধিকারের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিয়েছি!" '[১]

[১৪] হাসান—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, "সম্মান ও অভাবমুক্তি নিহিত থাকে তাওয়াক্কুল অনুসন্ধানের মধ্যে; উভয়টি অর্জিত হয়ে গেলে (ব্যক্তির মধ্যে) স্থবিরতা চলে আসে!"[২]

[১৫] ফাইদ ইবনু ইসহাক—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি ফুদাইল ইবনু ইয়াদ—রহিমাহুল্লাহ—কে বললাম, 'আমাকে তাওয়াক্কুলের সীমা বলে দিন!' তিনি বললেন,

'হায়! তুমি কীভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে? তোমার অবস্থা তো এমন যে, তিনি তোমার জন্য একটি জিনিস বাছাই করে দেন, আর তুমি তার সিদ্ধান্তে নাখোশ হয়ে যাও! আচ্ছা, তুমি যদি তোমার ঘরে ঢুকে দেখ—তোমার স্ত্রী অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তোমার মেয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, আর তুমি আধা-প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে পড়েছ। তখন তুমি আল্লাহর সিদ্ধান্তে কতটুকু সন্তুষ্ট হবে?'

আমি বললাম, 'আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে, আমি ধৈর্য ধরতে পারব না!' তিনি বললেন,

'আসলেই তুমি ধৈর্য ধরতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার পাশে এমন কোনও সত্তা থাকছেন, যাঁর সকল কাজে তুমি সন্তুষ্ট থাকবে—তিনি তোমাকে সুস্থ রাখুন, কিংবা বিপদ-মুসিবতে নিক্ষেপ করুন; তিনি তোমার কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে যাবেন, তার জন্য তুমি অসন্তুষ্ট হবে না; এবং তোমাকে যা দেবেন, তাতেই তুমি আস্থা রাখবে।'

---

(১) ইবনু হিব্বানের মতে, বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

(২) ইসনাদটি দুর্বল।

এরপর তিনি এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর তাওয়াক্কুল করেছি'—সাজদায় গিয়ে মুখে এ কথা উচ্চারণ করা আমার কাছে বড় অপছন্দের![১]

[১৬] আউন ইবনু আব্‌দিল্লাহ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, ইবনুয যুবাইর—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—এর সময়কার গোলযোগ চলাকালে, এক ব্যক্তি মিশরের একটি বাগানে মনমরা হয়ে বসে ছিলেন। তার সাথে-থাকা একটি জিনিস দিয়ে তিনি মাটিতে আঁকাআঁকি করছিলেন। মাথা উপরের দিকে তুলতেই তিনি দেখেন, কোদাল হাতে নিয়ে এক ব্যক্তি হাজির! লোকটি তাকে বললেন, 'এই যে! এভাবে মনমরা ও পেরেশান হয়ে বসে আছেন; ব্যাপার কী?' কথার ভঙ্গিতে মনে হলো, লোকটি তাকে ভর্ৎসনা করছেন। জবাবে তিনি বললেন, 'কিছু না।' কোদালওয়ালা লোকটি বললেন,

> 'দুনিয়ার কোনও বিষয়ে দুশ্চিন্তা করছেন? দুনিয়া তো একটি নগদ জিনিসের নাম, যেখান থেকে ভালো মানুষ ও পাপী উভয়েই খায়; পরকাল হলো সত্যিকার সময়, যেখানে একজন পরাক্রমশালী সম্রাট ফায়সালা করবেন—তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেবেন।'

একপর্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন, 'দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন আলাদা, পরকালেও তেমনি সবকিছু আলাদা। যে-ব্যক্তি ওখানকার কোনও কিছু হারাল, সে যেন মহাসত্য হারিয়ে

---

(১) কারও মতে ইসনাদটি দুর্বল, আবার কারও মতে 'লা বা'সা বিহী/ কোনও সমস্যা নেই'।

ফেলল।' লোকটির কথা শুনে তিনি চমকে গিয়ে বললেন যে, তার দুশ্চিন্তার কারণ হলো মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা। লোকটি বললেন,

> 'মুসলিমদের প্রতি আপনার দরদের জন্য আল্লাহ আপনাকে অচিরেই মুক্তি দেবেন। আল্লাহর কাছে চান! এমন কে আছে, যে আল্লাহর কাছে চেয়েছে, অথচ আল্লাহ তাকে তা দেননি? তাঁকে ডেকেছে, অথচ তিনি তার ডাকে সাড়া দেননি? তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছে, অথচ তিনি তার জন্য যথেষ্ট হননি? কিংবা তাঁর উপর আস্থা রেখেছে, অথচ তিনি তাকে পরিত্রান দেননি?'

তার কথা শুনে আমি এভাবে দুআ করি, 'হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদ রাখো এবং আমার কাছ থেকে অন্যদেরও নিরাপদ রাখো!' তারপর হঠাৎ আলো বিকিরণ হলো, এরপর আর কাউকে দেখা যায়নি![১]

[১৭] আব্বাদ ইবনু মানসূর—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, হাসান—রহিমাহুল্লাহ—কে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর (সিদ্ধান্তের) ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা।"[২]

[১৮] আবদুল জালীল—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি হাসান—রহিমাহুল্লাহ—কে বলতে শুনেছি, "বান্দার তাওয়াক্কুল মানে হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা।"[৩]

---

(১) ইসনাদটি সহীহ্।

(২) একজন বর্ণনাকারী দুর্বল ও মুদাল্লিস।

(৩) হাসান।

[১৯] মুগীরা ইবনু আব্বাদ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, এক দুনিয়া-বিরাগী আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী কে?' তিনি বললেন, 'যে-ব্যক্তি আল্লাহর ফায়সালায় কখনও অসন্তুষ্ট হয় না, ফায়সালা তার পছন্দ-অপছন্দ যাই হোক না কেন।'[১]

[২০] আনাস ইবনু মালিক—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলে

بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

'আল্লাহর নামে শুরু। আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।'

তাকে বলা হয়, 'তোমার জন্য (আল্লাহই) যথেষ্ট এবং তুমি নিরাপদ হয়ে হয়ে গেলে!' এরপর শয়তান তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়।" '[২]

[২১] আবদুল্লাহ ইবনু দমরা—রহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, কা'ব—রদিয়াল্লাহু আনহু—বলেন, 'কোনও ব্যক্তি যখন নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে,

بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"আল্লাহর নামে শুরু। আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।"

তখন ফেরেশতারা বলেন, 'তুমি সঠিক পথের দিশা পেলে,

---

(১) ইসনাদ নিয়ে কোনও সমালোচনা জানা যায়নি।

(২) হাসান সহীহ্ গরীব।

নিরাপত্তা লাভ করলে, আর (আল্লাহ) তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন।' এরপর শয়তানরা এসে বলে, 'যে বান্দা সঠিক পথের দিশা পেয়ে গিয়েছে, নিরাপত্তা লাভ করেছে, আর (আল্লাহ) যার জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছেন, তার পেছনে লেগে থেকে তোমরা কী করতে চাও?' '[১]

[২২] মুজাহিদ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, এমনটি বলা হতো—কোনও ব্যক্তি যখন মাসজিদ থেকে বের হয়, তখন সে যেন বলে,

بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَرَجْتُ إِلَيْهِ

"আল্লাহর নামে শুরু। আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলাম। হে আল্লাহ! আমি যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকের অনিষ্ট থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"[২]

[২৩] আবূ হুরায়রা—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন,

بِاسْمِ اللهِ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، التُّكْلَانُ عَلَى اللهِ

"আল্লাহর নামে। আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি নেই। তাওয়াক্কুল কেবল আল্লাহর উপর।" '[৩]

[২৪] আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

---

(১) ইবনু হিব্বানের মতে বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

(২) ইসনাদটি সহীহ্।

(৩) ইসনাদটি সহীহ্।

"যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে, তাদের উপর শয়তানের কোনও কর্তৃত্ব নেই।"
(সূরা আন-নাহ্‌ল, ৯৯)

'কর্তৃত্বের' ব্যাখ্যায় সুফ্‌ইয়ান সাওরি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'শয়তান তাদেরকে এমন কোনও পাপের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না, যা ক্ষমা করা হবে না।'[১]

[২৫] ইমরান ইবনুল হুছাইন—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন,

"আমার উম্মাহর সত্তর হাজার লোক বিনা-হিসেবে জান্নাতে যাবে—তারা নিজেদের গায়ে উল্কি আঁকে না, ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়ফুঁক চায় না, ভাগ্য গণনা করে না, আর তারা নিজেদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।"

উক্কাশা ইবনু মিহ্‌সান—রদিয়াল্লাহু আনহু—দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন!' নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—দুআ করেন, "হে আল্লাহ! তুমি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো!" তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন!' নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন, "এ কাজে তো উক্কাশা তোমাকে পেছনে ফেলে দিল!" '[২]

---

(১) নির্ভরযোগ্য।

(২) সহীহ্‌।

[২৬] সালিহ্ ইবনু শুআইব—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে ঈসা—আলাইহিস সালাম—কে বলেন,

أَنْزِلْنِي مِنْ نَفْسِكَ كَهَمِّكَ، وَاجْعَلْنِي ذُخْرًا لَكَ فِي مَعَادِكَ، وَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ أُدْنِكَ، وَتَوَكَّلْ عَلَيَّ أَكْفِكَ، وَلَا تَوَلَّ غَيْرِي فَأَخْذُلَكَ

"তোমার ইচ্ছাশক্তির মতো তুমি আমাকে তোমার কাছে নামিয়ে আনো; তোমার পরকালের জন্য আমাকে তোমার গচ্ছিত ভাণ্ডার বানিয়ে নাও; নাওয়াফিল (নফল ইবাদাত)-এর মাধ্যমে আমার কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে আমি তোমাকে কাছে টেনে নেব; আমার উপর তাওয়াক্কুল করো, তাহলে আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট হব; আর আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক বানিয়ো না, অন্যথায় আমি তোমাকে অপদস্থ করব।"[১]

[২৭] আবূ সুলাইমান দারানি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'চূড়ান্ত পর্যায়ের দুনিয়া-বিরাগই মানুষকে তাওয়াক্কুলের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।'[২]

[২৮] আবদুল্লাহ ইবনু কারীয—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, আফ্রিকা অঞ্চলের এক কর্মকর্তা উমার ইবনু আব্দিল আযীয—রহিমাহুল্লাহ—এর কাছে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিতে তিনি (সেখানে) বন্য প্রাণী ও বিচ্ছুর উৎপাতের ব্যাপারে অনুযোগ পেশ করেন। জবাবে উমার ইবনু আব্দিল

---

(১) একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

(২) সহীহ্।

আযীয—রহিমাহুল্লাহ—লিখেন, 'তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় এ আয়াত পাঠ করছ না কেন?—

وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ

"আমাদের কী হলো যে, আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না?"

(সূরা ইবরাহীম, ১২)'

যুরআ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'রক্তপায়ী মাছির উপদ্রবের সময়ও এ আয়াত উপকারে আসে।'[১]

[২৯] ইবনু শাওযাব—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'ইউসুফ—আলাইহিস সালাম—কে কুয়োয় ফেলে দেয়া হলে, তিনি বলেন,

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।"

কুয়োর পানি ছিল ঘোলা, এ দুআর পর তা হয়ে গেল পরিচ্ছন্ন; আগে তা ছিল নোনা, পরে তা হয়ে গেল সুমিষ্ট!'[২]

[৩০] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনি হাতিম—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু দাঊদ—রহিমাহুল্লাহ—কে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন, 'আমার মতে, তাওয়াক্কুল হলো (আল্লাহ সম্পর্কে) সুধারণা রাখা।'[৩]

---

(১) বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল।

(২) বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল।

(৩) সহীহ্।

[৩১] ইবনু আব্বাস—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—বলেন, 'ইবরাহীম—আলাইহিস সালাম—কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে তিনি বলেছিলেন,

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।"

(বিপদ-মুসিবতে) মুহাম্মাদ—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ও অনুরূপ দুআ করেছেন।'[১]

[৩২] আবূ বাকর ইজ্‌লি—রহিমাহুল্লাহ—কুফাবাসী এক ব্যক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'একবার আমি আমার এক বাগানে ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, আমি একজন কালো ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি! এতে আমি ভয় পেয়ে গিয়ে বলি,

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।"

এরপর লোকটি আমার চোখের সামনে মাটিতে পুরোপুরি দেবে যায়। আমার পেছনে একটি আওয়াজ শুনতে পাই, কেউ একজন এ আয়াতটি পাঠ করছে:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তিনি তার জন্য

---

(১) সহীহ্।

যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নির্দেশকে পূর্ণতা দেবেন।"
(সূরা আত-তালাক, ৩)

এরপর আমি পেছনের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি!'[১]

[৩৩] উহাইব ইবনুল ওয়ারদ—রহিমাহুল্লাহ—থেকে বর্ণিত, দু'ব্যক্তি সমুদ্রে জাহাজডুবির সম্মুখীন হয়। পরে তারা উপকূলে এসে গাছের তৈরি একটি ঘরে আশ্রয় নেয়। এক রাতে তাদের একজন ছিল ঘুমন্ত, আরেকজন জাগ্রত। আচমকা চরম বিশ্রী আকৃতির দু'জন মহিলা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। তাদের একজন অপরজনকে বলে, 'ঢুকো।' সে বলে, 'ধুর! আমি পারব না!' সে জানতে চায়, 'কেন?' ওই মহিলাটি বলে, 'দেখতে পাচ্ছ না ঘরের ভেতর কী আছে?' তখন দেখা গেল ঘরের ভেতর একটি কাঠের মধ্যে লেখা রয়েছে:

حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهَى

'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত; যে আল্লাহকে ডাকে, তিনি তার ডাক শুনেন; আল্লাহকে ছাড়িয়ে কোনও কিছু নেই।'[২]

[৩৪] তাল্‌ক ইবনু হাবীব—রহিমাহুল্লাহ—এভাবে দুআ করতেন,

أَسْأَلُكَ خَوْفَ الْعَالَمِينَ بِكَ، وَعِلْمَ الْخَائِفِينَ لَكَ، وَتَوَكُّلَ الْمُؤْمِنِينَ بِكَ، وَيَقِينَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ إِلَيْكَ، وَإِخْبَاتَ الْمُنِيبِينَ إِلَيْكَ، وَصَبْرَ الشَّاكِرِينَ لَكَ، وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ لَكَ، وَإِلْحَاقًا بِالْأَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِينَ عِنْدَكَ

---

(১) ঘটনাটির বর্ণনাকারী সুপরিচিত নন।

(২) হাসান।

"সমগ্র বিশ্বজগৎ তোমাকে যেভাবে ভয় করে, আমি তোমার কাছে ওই ভীতি চাই; তোমাকে যারা ভয় করে, তাদের জ্ঞান চাই; তোমার প্রতি যারা আস্থাশীল, তাদের তাওয়াক্কুল চাই; তোমার উপর যারা তাওয়াক্কুল করে, তাদের দৃঢ়বিশ্বাস চাই; তোমার প্রতি যারা বিনয়ী, তাদের অনুশোচনা চাই; তোমার কাছে যারা অনুশোচনা করে, তাদের বিনয় চাই; তোমার প্রতি যারা কৃতজ্ঞ, তাদের ধৈর্য চাই; তোমার উদ্দেশে যারা ধৈর্য ধরে, তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ চাই; আর সেসব লোকের সাথে যুক্ত হতে চাই, যারা তোমার কাছে জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।"[৩]

[৩৫] বাহরাইনের এক অধিবাসী বলেন, বাহরাইনে বসবাসরত আল্লাহর এক নেক বান্দা একদিন আমাকে বলেন,

"আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে তোমার জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, তুমি অন্তর দিয়ে জানবে—তুমি সুন্দরভাবে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছ। আল্লাহর বহু বান্দা এমন আছে, যারা নিজেদের বিষয় আল্লাহর কাছে সোপর্দ করার পর, আল্লাহই তাদের পেরেশানি সমাধানের জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছেন!"

এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনান:

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"আর যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলে, আল্লাহ তার জন্য পরিত্রানের রাস্তা বের করে দেন এবং তাকে এমন এমন জায়গা থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন, যা সে ভাবতেও

---

(৩) ইসনাদটি জাইয়িদ (উত্তম)।

পারে না।"

(সূরা আত-তালাক, ৩)[১]

[৩৬] আবূ কুদামা রমলি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'এক ব্যক্তি এ আয়াত পাঠ করে:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

"তাওয়াক্কুল করো এমন এক জীবিত সত্তার উপর, যাঁর মৃত্যু নেই; তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করো; নিজের বান্দাদের গোনাহগুলোর উপর সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"

(সূরা আল-ফুরকান, ৫৮)

এরপর সুলাইমান খাওয়াস—রহিমাহুল্লাহ—আমার সামনে এসে বলেন,

"আবূ কুদামা! এ আয়াতের পর, কোনও বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে আশ্রয় নেওয়া কোনও বান্দার জন্য শোভনীয় নয়।"

এরপর তিনি বলেন,

"ভেবে দেখো আল্লাহ কীভাবে বলেছেন— *'তাওয়াক্কুল করো এমন এক জীবিত সত্তার উপর, যাঁর মৃত্যু নেই'* । তিনি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছেন—তিনি মরবেন না, তাঁর সকল সৃষ্টি মরে যাবে। এরপর তিনি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর গোলামি করার জন্য: *'তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করো।'* এরপর তিনি তোমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছুর খবর রাখেন!

আবূ কুদামা! আল্লাহর কোনও বান্দা যদি উত্তম তাওয়াক্কুল

(১) বেশ কয়েকজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায়নি।

সহ আমল করে এবং নিয়্যতের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে আনুগত্য করে, তাহলে শাসকবর্গ সহ অন্যরা তার মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য! ওই বান্দা কেমন করে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে পারে, যার আশা-ভরসা ও আশ্রয়স্থল হলেন এমন এক সত্তা, যিনি অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত?"(১)

[৩৭] এক ব্যক্তি মারূফ—রহিমাহুল্লাহ—কে বলেন, 'আমাকে কিছু উপদেশ দিন!' মারূফ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন,

"আল্লাহর উপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল করো, যাতে তিনি হয়ে যান তোমার নিত্য-সহচর, বন্ধু ও অনুযোগ পেশের জায়গা; মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে তা ছাড়া তোমার আর কোনও নিত্য-সহচর না থাকে; জেনে রেখো—তুমি যেসব বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হও, তার ঔষধ হলো তা গোপন রাখা; মানুষ তোমার কোনও উপকার করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না; তারা তোমাকে কিছু দিতেও পারবে না, কোনও কিছু থেকে তোমাকে বঞ্চিতও রাখতে পারবে না।"(২)

[৩৮] আবুল আলিয়াহ্—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'মুহাম্মাদ—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর কয়েকজন সাহাবি আমার কাছে জড়ো হয়ে বললেন,

"আবুল আলিয়াহ্! এমন কোনও কাজ করো না, যার উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু; অন্যথায় আল্লাহ তোমার প্রতিদান তোমার কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উপরই দিয়ে দেবেন।"

(আরেকবার) মুহাম্মাদ—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—

---

(১) একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত।

(২) বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

এর কয়েকজন সাহাবি আমার কাছে জড়ো হয়ে বললেন,

> "আবুল আলিয়াহ্! আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর তাওয়াক্কুল করো না; অন্যথায় আল্লাহ তোমাকে তার কাছেই সোপর্দ করে দেবেন, যার উপর তুমি তাওয়াক্কুল করেছ।" '[১]

[৩৯] হুছাইন—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'একদিন সকালবেলা আমরা সাঈদ ইবনু জুবাইর—রহিমাহুল্লাহ—এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "গত রাতের উল্কাপাত কে দেখেছ?" বললাম, "আমি।" এরপর নিজেকে সংশোধন করে বলি, "গত রাতে সালাত আদায়ের জন্য জেগে ছিলাম, তা কিন্তু নয়; বরং আমাকে বিচ্ছু কামড় দিয়েছিল, তাই রাতের বেলা জেগে ছিলাম।" এ কথা শুনে সাঈদ ইবনু জুবাইর জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি (জেগে জেগে) কী করছিলে?" বললাম, 'ঝাড়ফুঁক নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।' তিনি বললেন, "ওই কাজে তুমি আগ্রহী হলে কীভাবে?" বললাম, 'একটি হাদীস থেকে, যা শা'বি—রহিমাহুল্লাহ—আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।' জানতে চাইলেন, 'তিনি তোমাদের কাছে কী বর্ণনা করেছেন?' বললাম,

> 'বুরাইদা ইবনু হুছাইব আসলামি'র বরাতে শা'বি—রহিমাহুল্লাহ—আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'দুটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও ঝাড়ফুঁক নেই; ক্ষেত্র দুটি হলো: বদনজর ও বিষক্রিয়া।'

এর পরিপ্রেক্ষিতে সাঈদ ইবনু জুবাইর—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, "চমৎকার সে ব্যক্তি, যে পুরোটা শুনেছে!" এরপর

---

(১) একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

তিনি বলেন, 'ইবনু আব্বাস—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন:

"আমার সামনে সকল উম্মাহকে হাজির করা হলো। আমি দেখলাম, এক নবি হাঁটছেন, তাঁর সাথে আছে কিছু লোক। আরেক নবি হাঁটছেন, তাঁর সাথে আছে দু-তিনজন। আরেক নবি হাঁটছেন, আর তাঁর সাথে আছে মাত্র একজন। আরেক নবি হাঁটছেন, অথচ তাঁর সাথে কেউ নেই। এভাবে একপর্যায়ে আমার সামনে একটি বড় দল হাজির করা হলো। আমি বলে উঠলাম, 'এ হলো আমার উম্মাহ্!' বলা হলো, 'এরা আপনার উম্মাহ্ নয়; এরা হলেন মূসা—আলাইহিস সালাম—ও তাঁর উম্মাহ্। একপর্যায়ে আমার সামনে একটি বিশাল দলকে হাজির করা হলো, তাদের ফলে আর দিগন্তরেখা দেখা যাচ্ছিল না। বলা হলো, 'এরা আপনার উম্মাহ্!' তাদের সাথে ছিল সত্তর হাজার লোক, যারা কোনও হিসেব ও শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এ কথা বলে নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—ঘরে ঢুকেন। এদিকে আমরা ওই সত্তর হাজার নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠি। আমরা বলতে থাকি,

'হিসেব ছাড়া জান্নাতে যাবে কারা? তারা কি ওইসব লোক যারা নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—এর সাহচর্য পেয়েছেন, নাকি যারা ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেননি?'

একপর্যায়ে নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বেরিয়ে এসে বলেন, 'তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ?' তারা তাঁকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করলে, তিনি বলেন,

"তারা হলো সেসব লোক, যারা ওঝার কাছে ঝাড়ফুঁকের জন্য যায় না, দেহে উল্কি আঁকে না, এবং নিজেদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে।"

এ কথা শুনে উক্কাশা ইবনু মিহ্‌সান—রদিয়াল্লাহু আনহু—দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের একজন?' নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, "তুমি তাদের একজন।" তখন মুহাজিরদের আরেকজন দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের একজন?' নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বললেন, "এ কাজে তো উক্কাশা তোমাকে পেছনে ফেলে দিল!"(১)

[৪০] আবূ হুরায়রা—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, 'নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন,

"জান্নাতবাসীরা কিছু কক্ষ দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্বতারা কিংবা সন্ধ্যাতারাকে দিগন্তে অস্তমিত হতে দেখো; যখন তা উদিত হয়, তার ঔজ্জ্বল্য সকল তারকাকে ছাড়িয়ে যায়!"

সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাঁরা কি নবিগণ?' নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন,

"শপথ ওই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তারা বরং এমন কিছু লোক, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদের সত্যায়ন করেছে।" '(২)

[৪১] ইবনু মাসঊদ—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত,

---

(১) হাসান সহীহ্।

(২) হাসান সহীহ্।

'নবি—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেন, "পাখির মাধ্যমে ভালো-মন্দ নির্ধারণ করা শির্ক; তবে তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ মন্দ বিষয় দূর করে দেন।" '[১]

[৪২][২]

[৪৩] আক্কার ইবনুল মুগীরা—রহিমাহুল্লাহ—তার পিতার সূত্রে বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওঝার কাছে ঝাড়ফুঁকের জন্য যায় এবং গায়ে উল্কি আঁকে, সে তাওয়াক্কুল থেকে মুক্ত।" '[৩]

[৪৪] আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"

(সূরা আত-তালাক, ৩)

মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ্ তামীমি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'বিদ্বানদের কেউ কেউ উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে এভাবে দুআ করতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي سَمِعْتُكَ فِي كِتَابِكَ تَنْدُبُ عِبَادَكَ إِلَى كِفَايَتِكَ، وَتَشْتَرِطُ عَلَيْهِمُ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ، اللَّهُمَّ وَأَجِدُ سَبِيلَ تِلْكَ النَّدْبَةِ سَبِيلًا قَدِ انْمَحَتْ دِلَالَتُهَا، وَدَرَسَتْ ذِكْرَاهَا، وَتِلَاوَةُ الْحُجَّةِ بِهَا، وَأَجِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُشَبَّهَاتٍ تَقْطَعُنِي

---

(১) সহীহ্।

(২) একই হাদীস এ নম্বরে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

(৩) হাসান সহীহ্।

عَنْكَ، وَعَوْقَاتٍ تُقْعِدُنِي عَنْ إِجَابَتِكَ، اللَّهُمَّ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَبْدًا لَا يَرْحَلُ إِلَيْكَ إِلَّا نَالَكَ، فَإِنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ، إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الْآمَالُ دُونَكَ، وَعَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ صَبْرٌ عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ وَقَدْ نَاجَاكَ بِعَزْمِ الْإِرَادَةِ قَلْبِي، وَأَفْهَمْتَنِي حُجَّتَكَ بِمَا تَبَيَّنَ لِي مِنْ آيَاتِكَ، اللَّهُمَّ فَلَا أَتَحَيَّرَنَّ دُونَكَ وَأَنَا أُؤَمِّلُكَ، وَلَا أَخْتَلِجَنَّ عَنْكَ وَأَنَا أَتَحَرَّاكَ، اللَّهُمَّ فَأَيِّدْنِي مِنْكَ بِمَا تَسْتَخْرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِي، وَتُنْعِشُنِي مِنْ مَصَارِعِ أَهْوَائِهَا، وَتَسْقِينِي بِكَأْسِ لِلسَّلْوَةِ عَنْهَا، حَتَّى تَسْتَخْلِصَنِي لِأَشْرَفِ عِبَادَتِكَ، وَتُوَرِّثَنِي مِيرَاثَ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ ضَرَبْتَ لَهُمُ الْمَنَارَ عَلَى قَصْدِكَ، وَحَثَثْتَهُمْ حَتَّى وَصَلُوا إِلَيْكَ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

"হে আল্লাহ! আমি শুনেছি তুমি তোমার কিতাবে তোমার বান্দাদের ডেকে বলেছ—তুমি তাদের জন্য যথেষ্ট; তবে শর্ত দিয়েছ, তারা যেন তোমার উপর তাওয়াক্কুল করে।

হে আল্লাহ! তোমার ওই ডাকের রাস্তাটি আমার কাছে এমন এক সড়ক মনে হচ্ছে, যার দিকনির্দেশক চিহ্নগুলো মুছে গিয়েছে, মাইলফলকগুলো উধাও হয়ে গিয়েছে, (উধাও হয়ে গিয়েছে) এর মাধ্যমে অকাট্য দলিল দেওয়ার তিলাওয়াত। আমার ও তোমার মাঝখানে কিছু ধাঁধা দেখতে পাচ্ছি, যা আমাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে; এমন কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছি, যা তোমার ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে অলস বানিয়ে দিচ্ছে।

হে আল্লাহ! আমি জানি, তোমার উদ্দেশে কেউ বের হলে,

সে তোমাকে পাবেই, কারণ তোমার ও তোমার সৃষ্টজীবের মধ্যে কোনও অন্তরাল নেই, কেবল একটি বিষয়ই তাদের সামনে অন্তরাল সৃষ্টি করে, আর তা হলো তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা!

আমি জানি, তোমার পথের পথিকের সর্বোত্তম সম্বল হলো সেসব বিষয়ে ধৈর্যধারণ, যা তোমার কাছে পৌঁছে দেবে।

হে আল্লাহ! তোমার সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্য আমার অন্তর দৃঢ় প্রতিশ্রুতি সহ এগিয়ে এসেছে। তুমি আমাকে তোমার অকাট্য প্রমাণ বুঝিয়ে দিয়েছ; তোমার নিদর্শনাদি থেকে যা আমার সামনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হে আল্লাহ! আমি কেবল তোমাকেই বেছে নিয়েছি, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রত্যাশা করি না, তোমার কাছ থেকে দূরে যেতে চাই না।

হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে এমন শক্তি দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, যা আমার অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রয়োজন দূর করে দেবে, প্রবৃত্তির লড়াইয়ে আমাকে সুরক্ষা দেবে, আমাকে এমন পেয়ালা পান করাবে যা দুনিয়াকে ভুলিয়ে দেবে। এভাবে তুমি আমাকে তোমার শ্রেষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবে এবং তোমার সেসব বন্ধুর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবে, যাদের জন্য তুমি আলোর মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলে এবং তোমার কাছে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত প্রেরণা যুগিয়েছিলে। বিশ্বজগতের সম্রাট! আমার এ দুআ তুমি কবুল করো!" '[১]

[৪৫] উসমান ইবনু আফ্‌ফান—রদিয়াল্লাহু আনহু—থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল—সল্লাল্লাহু আলাইহি

---

(১) রিজালশাস্ত্রবিদগণ এর বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে ভালো-মন্দ কোনও মন্তব্য করেননি।

ওয়া সাল্লাম—বলেছেন, "যে ব্যক্তি সফরের উদ্দেশে নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِاسْمِ اللهِ، آمَنْتُ بِاللهِ، وَاعْتَصَمْتُ بِاللهِ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

'আল্লাহর নামে। আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আল্লাহর নির্দেশ আঁকড়ে ধরেছি, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।'

তাকে ওই সফরের সর্বোত্তম কল্যাণ দেওয়া হবে এবং সফরের অকল্যাণ তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।" '[১]

[৪৬] আবূ বাকর—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'কোনও এক বিদ্বান বলেছেন, "তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর রয়েছে: (১) অভিযোগ না করা; (২) সন্তুষ্ট থাকা; এবং (৩) ভালোবাসা। অভিযোগ না করা হলো ধৈর্যের স্তর। সন্তুষ্ট থাকার মানে হলো—আল্লাহ তার জন্য যা বরাদ্দ করেছেন সে ব্যাপারে মন প্রশান্ত থাকা; এটি প্রথমটির চেয়ে উচ্চতর পর্যায়। আর ভালোবাসার অর্থ হলো, আল্লাহ তার জন্য যা করছেন সেটিকে ভালোবাসা। প্রথমটি দুনিয়া-বর্জনকারীদের স্তর, দ্বিতীয়টি সত্যবাদীদের, আর তৃতীয়টি হলো রাসূলগণের স্তর।" '[২]

[৪৭] মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি জাহ্শ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'যাইনাব ও আয়িশা—রদিয়াল্লাহু আনহুমা—পরস্পর গৌরব প্রকাশ করতেন। যাইনাব—

---

(১) একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

(২) ইবনু রজব, *জামিউল উলূম*, পৃ. ৪১৪।

রদিয়াল্লাহু আনহা—বলতেন, "আমিই সেই ব্যক্তি, যার বিয়ের সংবাদ আকাশ থেকে নাযিল হয়েছে!" আর আয়িশা—রদিয়াল্লাহু আনহা—বলতেন, "আমি হলাম ওই ব্যক্তি, যার ওই সময়কার নির্দোষিতার কথা আল্লাহর কিতাবে নাযিল হয়েছে, যখন ইবনুল মুআত্তাল আমাকে বাহনে তুলে নিয়েছিল!" এর পরিপ্রেক্ষিতে যাইনাব—রদিয়াল্লাহু আনহা—তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "ওই বাহনে আরোহণ করার সময় তুমি কী বলেছিলে?" আয়িশা—রদিয়াল্লাহু আনহা—বলেন, "আমি বলেছিলাম

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

'আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক।"

যাইনাব—রদিয়াল্লাহু আনহা—তাকে বলেন, "তুমি তো মুমিনদের দুআ পাঠ করেছিলে!" '[১]

[৪৮] আবূ সুলাইমান—রহিমাহুল্লাহ—বলেন,

'আমরা যদি যথাযথভাবে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কু করতাম, তাহলে দুটি ইট দিয়েও কোনও দেওয়াল বানাতাম না, আর আমাদের দরজায়ও কোনও তালা লাগাতাম না!'

যুহাইর বাবি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি—এ কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই।'[২]

[৪৯] শা'বি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'শুতাইর ও মাসরূক এক মজলিশে বসা ছিলেন। তখন শুতাইর—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, "আমি আবদুল্লাহ—রহিমাহুল্লাহ—কে বলতে

---

(১) ইসনাদটি দুর্বল।

(২) সহীহ্।

শুনেছি, 'আল্লাহর কাছে নিজের বিষয়াদি ন্যস্ত করার ক্ষেত্রে কুরআনের সবচেয়ে কঠিন আয়াত হলো:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।'

(সূরা আত-তালাক, ৩)

মাসরূক—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, "তুমি সত্য বলেছ।" '[১]

[৫০] আবদুল্লাহ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, সাঈদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি সাঈদ আকিরি এ কবিতাটি আমাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন:

صَدَقَ الْكَذُوبُ وَلَمْ يَكُنْ بِصَدُوقِ
مَا الْحِرْصُ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ الْمُوقِ

قَدْ قَدَّرَ اللهُ الْأُمُورَ بِعِلْمِهِ
فِيهَا عَلَى الْمَحْرُومِ وَالْمَرْزُوقِ

فَإِذَا طَلَبْتَ فَلَا إِلَى مُتَطَلِّبٍ
وَإِذَا اتَّكَلْتَ فَلَا عَلَى مَخْلُوقِ

فَإِذَا اتَّكَلْتَ فَكُنْ بِرَبِّكَ وَاثِقًا
لَا مَا تَحَصَّلَ عِنْدَكَ الْمَوْثُوقُ

মিথ্যুকটি সত্য কথা বলেছে, অথচ সে সত্য বলার লোক নয়!
আকর্ষণ থাকা উচিত কেবল মুক্তির পথে।
আল্লাহ তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন,
কে পাবে, আর কে থাকবে বঞ্চিত হয়ে।
সুতরাং তুমি কিছু চাইলে, আরেক প্রার্থীর কাছে কিছু চেয়ো না!
তাওয়াক্কুল করলে, কোনও সৃষ্টজীবের উপর করো না!

---

(১) ইসনাদটি জাইয়িদ (উত্তম)।

তাওয়াক্কুল করলে, তোমার রবের উপর আস্থা রেখো,
তুমি যা পেয়েছ তার উপর আস্থা রাখা যায় না।[১]

[৫১] আবূ আব্দিল্লাহ বারাসি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'আল্লাহর এক নেক বান্দা আমাকে বলেন,

"ওহে! তুমি যদি তোমার বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করো, তাহলে তুমি এর মাধ্যমে দুটি জিনিস পাবে।"

জিজ্ঞাসা করি, 'জিনিস দুটি কী?' তিনি বলেন,

"তোমাকে যে বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে উদাসীনতা এবং তা লাভ করার ক্ষেত্রে শারীরিক প্রশান্তি। আল্লাহর অনুগত বান্দার অবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর কার হতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তার পেরেশানি দূর করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনিই পরিশেষে তার অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেবেন।" '[২]

[৫২] মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'মক্কায় কাদিম দাইলামি'র কাছে আবূ জা'ফার নামে আল্লাহর এক বান্দার সাথে আমার দেখা হয়। আমি তাকে বলতে শুনি, বলা হতো—

"(আল্লাহর উপর) তাওয়াক্কুল করো, তাহলে কষ্ট ও চেষ্টা ছাড়াই তোমার কাছে জীবিকা টেনে নিয়ে আসা হবে।" '[৩]

[৫৩] আহমাদ ইবনু সাহ্ল উরদুনি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, আমি দুনিয়া-বিরাগী আবূ ফারওয়া—রহিমাহুল্লাহ—কে

---

(১) কবিতার উৎস সম্পর্কে জানা যায়নি।

(২) রিজালশাস্ত্রবিদগণ এর বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে ভালো-মন্দ কোনও মন্তব্য করেননি।

(৩) বর্ণনাকারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

বলতে শুনেছি, 'স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, "তুমি কি জানো, যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তাদের মন থাকে প্রশান্ত?" বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে রহম করুন! কী বিষয়ে (প্রশান্ত থাকে)?' তিনি বললেন, "দুনিয়ার দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের কঠিন পরীক্ষার বিষয়ে।"

আবূ ফারওয়া—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'শপথ আল্লাহর! এর পর থেকে জীবিকা আসতে দেরি হলে, কিংবা তাড়াতাড়ি চলে এলে আমি বিচলিত হতাম না; কারণ, যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তার দুশ্চিন্তা নিরসনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই তার জীবিকা ও কল্যাণের ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নির্দেশকে পূর্ণতা দেবেন।"

(সূরা আত-তালাক, ৩)

[৫৪] হাদ্দাব বসরি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'স্বপ্নে আমাকে এক ব্যক্তি বললেন, "হাদ্দাব! এমন এক সত্তার উপর তাওয়াক্কুল করো, তোমার আগে তাওয়াক্কুলকারীরা যাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছিল; কারণ, যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, তিনি তাকে অন্য কারও কাছে ন্যস্ত করেন না।" '

[৫৫] আবুল জাল্‌দ—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'এক অনারব ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়। তার শাসকের ব্যাপারে আমার কাছে অভিযোগ দায়ের সহ, সে কী কী জুলুমের

শিকার হচ্ছে সেসব বিষয়ে সে আমাকে অবহিত করে। তখন আমি তাকে বলি,

"আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দেবো না, যা করলে তোমার আর অন্য কিছু করা লাগবে না, শাসক ও অন্যদের আচরণ থেকে তুমি নিরাপদ হয়ে যাবে?"

সে বলে, "অবশ্যই!" আমি বলি,

"তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও, আর তোমার সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো! তুমি যদি তা করো, তাহলে তোমাকে যা বললাম ওই ফল পেয়ে যাবে!"

কিছুদিন পর তার সাথে দেখা হলে, সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং বলে,

"শপথ আল্লাহর! আমি তখনই আমার পরিবারের কাছে ফিরে যাই এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার কাছে পছন্দনীয় ফল চলে আসে!" '[১]

[৫৬] মুহাম্মাদ ইবনু সাল্লাম জুমাহি—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'রবী ইবনু আব্দির রহমানের কাছে এক লোক এসে তাকে অনুরোধ করে, তিনি যেন ওই লোকটির একটি প্রয়োজন পূরণের জন্য শাসকের সাথে কথা বলেন। তাতে রবী—রহিমাহুল্লাহ—কেঁদে ফেলেন। এরপর বলেন,

"ভাই আমার! তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা আল্লাহকে বলো। দেখবে—তিনি অনেক কাছে এবং অতি দ্রুত সাড়া দেন। আমার কোনও প্রয়োজনের জন্য আমি কখনও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাইনি। আমার অভিজ্ঞতা হলো—যে ব্যক্তি আল্লাহকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত করে

---

(১) ইসনাদে দুর্বলতা আছে।

এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ্ তার জন্য অত্যন্ত মহানুভব ও অনেক নিকটবর্তী।" '[১]

[৫৭] আয্‌দ গোত্রের এক শাইখ বলেন, 'ওহাব ইবনু মুনাব্বির—রহিমাহুল্লাহ—এর কাছে এক লোক এসে বলে, 'আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে কল্যাণ দেবেন।' তিনি বলেন,

"মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো; তোমার আকাঙ্ক্ষাকে খাটো করো; আর তৃতীয় একটি স্বভাব যদি তুমি আয়ত্ত করতে পার, তাহলে তো তুমি চূড়ান্ত মঞ্জিলে পৌঁছে গেলে এবং ইবাদাতে সফল হয়ে গেলে!"

লোকটি জিজ্ঞাসা করে, 'কী সেটি?' তিনি বলেন, "আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল।" '[২]

[৫৮] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'আল্লাহর এক বান্দা এক বিদ্বান ব্যক্তির কাছে এসে বলে, "আমি মক্কা যেতে চাচ্ছি। আমি কি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে মক্কার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ব?" তিনি বলেন, "আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার ইচ্ছা থাকলে তুমি বেরিয়ে পড়তে, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে না!" '[৩]

[৫৯] উকবা ইবনু আবী যাইনাব—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'তাওরাতে লেখা আছে,

"আদম-সন্তানের উপর তাওয়াক্কুল কোরো না; কারণ,

---

(১) বর্ণনাকারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

(২) ইসনাদটি 'মুজলিম'।

(৩) একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

আদম-সন্তানের কোনও স্থায়িত্ব নেই। বরং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কোরো, যিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন।" '[১]

[৬০] ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর—রহিমাহুল্লাহ—বলেন, 'তাওরাতে লেখা আছে, "অভিশপ্ত সে, যে নিজের মতো আরেক মানুষের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে।" '[২]

সমাপ্ত

(১) ইসনাদটি 'জাইয়িদ।'

(২) একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।